১১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ১৬ APR 1998

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ব্যাপক নকল ও গোলযোগের আশংকা

বহু সমস্যার বোঝা নিয়ে পরীক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ বহু সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বাধিক সংখ্যক এসএসসি পরীক্ষার্থী নতুন, পুরনো সিলেবাসে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় এবারের পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও গোলযোগের আশংকা করা হচ্ছে। পরীক্ষায় পাসের হার কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অপরিকল্পিত ও দীর্ঘ পাঠ্যসূচী, শিক্ষকগণ পাঠদানে অক্ষম এমন বই পাঠ্য করা, এক বছরে পাঁচবার সিলেবাস বদল, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করার নিয়ম প্রবর্তন, উচ্চতর গণিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং মশা ও লোডশেডিংয়ের তীব্র যন্ত্রণার বোঝা মাথায় নিয়ে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে।

উল্লেখিত সমস্যার কারণে পরীক্ষার্থীরা অন্যান্য বারের ন্যায় ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। এর ফলে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে পাশের হার সর্বনিম্ন নেমে আসার আশংকা করছেন শিক্ষক মহল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। একই কারণে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের আশংকাও করা হচ্ছে। আর নকলের পেছনে প্রভাবশালী মহলের ইন্ধন থাকার সম্ভাবনার কারণে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের আশংকা রয়েছে।

এ বছর দেশের ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭ লাখ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী নতুন পুরানো সিলেবাসে পৃথক পৃথক প্রশ্নে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে দেশের বাইরে পাঁচটি কেন্দ্রসহ মোট ২২০টি কেন্দ্রে ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৪৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ২২১টি কেন্দ্রে ২ লাখ ১২ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। যশোর বোর্ডের অধীনে ১৫৫টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯০০ পরীক্ষার্থী

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

শেষ পাতার পর

পরীক্ষায় অংশ নেবে। চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে মোট ৬২ হাজার ৪০০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থীর সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও উক্ত সংখ্যা দেড় লাখের মত হবে।

নতুন সিলেবাসে পরীক্ষার্থীদের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে ৫ বার। অর্থাৎ সিলেবাস পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে অর্ধেক বছর। সিলেবাস সম্পর্কে জ্ঞাত হতে শিক্ষকদের সময় লেগেছে আরো ৩ মাস। ফলে গত এক বছর ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার তেমন সুযোগ পায়নি বললেই চলে।